মুসলমান সমাজে নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ এবং তার ভয়াবহ পরিণাম

ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

মুসলমান সমাজে নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ্ এবং তার ভয়াবহ্ পরিণাম

ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

পশু সমাজে নিকট সম্বন্ধের মধ্যে প্রজননের ফলাফল :

বিগত ২০১২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী কোলকাতার স্টেটসম্যান (Statesman) পত্রিকায় শ্রীমতী মানেকা গান্ধীর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল A Question of Relationship অথবা *কুটুম্বিতার বিষয়ে একটি প্রশ্ন* । এটা অনেকেরই জানা আছে যে, শ্রীমতী গান্ধী পশু-কল্যাণের বিষয়ে একজন নিরলস সংগ্রামী এবং প্রতি রবিবার এই বিষয়ে স্টেটসম্যান পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়। উপরিউক্ত লেখাটির শুরুতেই শ্রীমতী গান্ধী লিখছেন যে, সকল সভ্য মানব সমাজেই নিকট কুটুম্বদের মধ্যে বিবাহ বা অজাচার ঘোরতরভাবে নিষিদ্ধ। এর পিছনে যথেষ্ঠ কারণও রয়েছে। কিন্তু যেই দিন মানুষ কৃত্তিম প্রজনন (Artificial Reproduction or controlled breeding) বা আরও সঠিক অর্থে, কৃত্তিম নিষিক্তকরণ (Artificial insemination) আবিষ্কার করেছে, সেই দিন থেকেই গৃহপালিত পশুদের ওপর নেমে এসেছে নিদারুণ কষ্ট এবং কঠিন রোগ ব্যাধির আক্রমণ। এটা সকলেরই জানা আছে যে, পশু পাখিদের মধ্যে বংশ ধারার বিশেষ গুণ বা Pedigree -র বিশেষ আদর বা চাহিদা আছে। এই পেডিগ্রীর কৌলীন্য রক্ষা করার জন্য তাদের প্রজনন ক্রিয়া একটি সীমিত গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। শ্রেষ্ঠ পুরুষ জন্তুটি দিয়ে সমস্ত স্ত্রী জন্তুদের নিষিক্ত করানো হয়। অথবা সেই পুরুষ জন্তুটির শুক্র সংগ্রহ করে কৃত্তিম নিষিক্তকরণের মাধ্যমে সমস্ত স্ত্রী জন্তুদের গর্ভবতী করানো হয়। ফলে ঐ সব পশু জিন-গত বিশৃঙ্খলা (genetic disorder) এবং সেই সংক্রান্ত রোগ ব্যধির দ্বারা আক্রান্ত হয়।

এই কারণে শ্রীমতী গান্ধী লিখছেন, "পেডিগ্রীর কৌলীন্য বিশিষ্ট অনেক অনেক রোগাক্রান্ত পশুদের তাঁর পশু হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় এবং প্রাথমিক পরীক্ষার ফলে দেখা যায় দেখা যায় যে তারা একই রকম রোগের আক্রমণের শিকার। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, পেডিগ্রী বিশিষ্ট বিশেষ ধরণের কুকুরদের সকলেই হিপ ডিসপ্লেশিয়া (hip dysplasia) নামক রোগে আক্রান্ত। এই হিপ ডিসপ্লেশিয়া রোগটির কারণ হোল কোমরের হাড়ের জন্মগত ত্রুটিপূর্ণ গঠন। কুকুরের ক্ষেত্রে এটা খুবই যন্ত্রনাদায়ক ও মারাত্মক। এর ফলে আক্রান্ত কুকুরটি চলতে পারে না, সারা জীবন পঙ্গু হয়ে কাটায়। এই রোগ আন্যান্য জন্তু ও মানুষের মধ্যেও দেখা যায়। তবে কুকুরের মধ্যেই এর প্রাদুর্ভাব খুব বেশি।"

যাই হোক, শ্রীমতী গান্ধী লক্ষ্য করেন যে, এই সব রোগগ্রস্থ কুকুর গুলো একই প্রজনন সংস্থা থেকে এসেছে। অর্থাৎ তারা একই নিকট প্রজননের দ্বারা জন্মেছে। একটি বিশেষ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এই রোগে আক্রান্ত তিনটি স্ত্রী

কুকুরকে তাদের ভাই-এর দ্বারা গর্ভবতী করানো হয়েছিল। পশুদের মধ্যে এই রকম নিকট সম্বন্ধীয়দের মধ্যে প্রজননকে ইংরাজীতে inbreeding বা নিকট প্রজনন বলে। মানুষের ক্ষেত্রে নিকট আত্মীয় কুটুম্বদের মধ্যে বিবাহকে Incest বা Incestuous marriage বলে। বাংলার একে নিকট বিবাহ বা অজাচার বলা চলে। এই নিকট বিবাহের উদাহরণ হিসাবে বলা যায় মা ও ছেলে, বাবা ও মেয়ে এবং ভাই ও বোনের মধ্যে বিবাহ। বেশিরভাগ মানব সমাজেই এই নিকট বিবাহ বা অজাচার ভীষণ ভাবে নিষিদ্ধ। এই Incest বা অজাচার এর ফলে মানব শরীরে জিন-গত বিশৃঙ্খলা (genetic disorder) -এর সৃষ্টি হয়। সেই কারণে মানুষের শরীরে নানা রকমের অঙ্গ বিকৃতি থেকে শুরু করে নানা রকমের দুরারোগ্য রোগ ব্যাধি দেখা দেয়। আজকের উন্নত জিন বিজ্ঞান (genetic science) বলে দিতে পারে যে, কোন কোন রকমের জিন বৈষম্য কোন কোন ধরণের রোগ উৎপন্ন করতে সক্ষম।

শ্রীমতী মানেকা গান্ধী (সৌজন্যে- The Statesman)

বিষয়টা আরও ভালভাবে বোঝাবার জন্য শ্রীমতী গান্ধী লিখছেন যে, "ধরা যাক যে, বিশেষ প্রকারের কোন খারাপ জিন বিশেষ কোন রোগের সৃষ্টি করে। জিন-বিজ্ঞানের একটা ঘটনা হল, কোন ভাল জিন খারাপ জিনের ক্ষতিকর প্রভাব কমিয়ে দিতে বা একেবারে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে। যখন কোন খারাপ জিন বিশিষ্ট পুরুষের দ্বারা কোন ভাল জিনের স্ত্রীকে গর্ভবতী করানো হয়, তা হোলে সেই স্ত্রীটির মধ্যে সেই খারাপ জিনের রোগটি হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। বলা যেতে পারে যে, রোগটি হবার শতকরা ৫০ ভাগ সম্ভবনা আছে। কিন্তু যদি কোন খারাপ জিন বিশিষ্ট পুরুষ দিয়ে খারাপ জিন বিশিষ্ট স্ত্রীকে গর্ভবতী করানো হয় তবে পুরুষের সেই জিনগত রোগটি স্ত্রীটির মধ্যে আরও প্রবল ভাবে দেখা দেবে। কাজেই সেই স্ত্রী ও পুরুষটি যদি নিকট আত্মীয় হয় তবে তাদের মধ্যে উভয়ের মধ্যেই খারাপ জিনের সমান প্রভাব থাকবে এবং

তাদের মিলনে যে সন্তান জন্মাবে, তার মধ্যে খারাপ জিনের প্রভাব প্রবল হবে, সে জিন গত বিশৃঙ্খলার শিকার হবে এবং সে রোগগ্রস্থ হবে। এই কারণেই রক্ত সম্বন্ধের নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহের দ্বারা জাত বাচ্চাদের মধ্যে জিনগত বৈষম্য প্রবল হয় এবং তারা জিনগত শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ও রোগ ব্যাধির শিকার হয়।"

এই ব্যাপারে শ্রীমতী গান্ধী বলছেন যে, "পৃথিবীতে এমন অনেক বিচ্ছিন্ন জাতির লোক আছে যাদের মধ্যে খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই বোনের বিবাহের রীতি স্বীকৃত। দেখা গিয়েছে যে, সেই সব জাতির লোকদের মধ্যে শারীরিক অক্ষমতা, প্রতিবন্ধকতা ও রোগ ব্যাধির আক্রমণ অত্যন্ত ব্যাপক। এই বিষয়ে যে সব জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে নিবিড় অনুসন্ধান চালানো হয়েছে তাদের মধ্যে পূর্ব ইয়োরোপের আস্কেনাজিম নামে পরিচিত একটি ইহুদী জনগোষ্ঠি অন্যতম। দেখা গিয়েছে যে তারা জিন বিশৃঙ্খলা জনিত নানা রকম রোগের শিকার। এর মধ্যে স্নায়ু ঘটিত রোগই বেশি মাত্রায় দেখা যায়।"

এর পর শ্রীমতী গান্ধী এই বিষয়ে ফিনল্যান্ডের গবেষকদের কিছু কাজ কর্মের উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখছেন যে, এই সব গবেষকরা বিশেষ করে তাঁদের দেশের ৩৯টি জিন ঘটিত রোগ ব্যাধির উপর কাজ করেছেন। এই রোগগুলিকে ফিনল্যান্ডের রোগের ঐতিহ্য (Finnish Disease Heritage) বলা হয়ে থাকে। "এই রোগগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তির চোখ ও স্নায়ু কেন্দ্রগুলির ক্ষতি সাধন করে থাকে। এই গবেষকরা আরও লক্ষ্য করেছেন যে, রক্তের সম্বন্ধ বিশিষ্ট পিতা মাতার মধ্যে গর্ভপাত, মৃত সন্তান প্রসব এবং শিশু মৃত্যুর আধিক্য অনেক বেশি। শিশু মৃত্যুর ব্যাপারে অনুসন্ধান করে তাঁরা দেখেছেন যে, শরীরের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়াই এর কারণ। এখানে বলে রাখা দরকার যে, পিতা ও মাতার জিনের মধ্যে ব্যবধান যত বেশি হবে, তাদের সন্তানও তত সুস্থ সবল হবে।"

এতক্ষণ মানুষের ব্যাপারে যা যা বলা হয়েছে, সে গুলো মনুষ্যেতর প্রাণীদের ক্ষেত্রেও সমান ভাবে প্রযোজ্য। দেখা গিয়েছে যে, রক্তের সম্বন্ধযুক্ত দুটি পশুর দ্বারা উৎপন্ন শাবকদের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুবই কম হয়। কারণ রোগ প্রতিরোধ করার জন্য যে অ্যান্টিবডির প্রয়োজন, তাদের দেহে তা তৈরি হয় না। এই কারণে হঠাৎ কোন ছোঁয়াচে রোগের আক্রমণে সব বাচ্চাই এক সঙ্গে মারা যেতে পারে।

জিন বিদ্যা প্রয়োগ করে বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণাগারে অনেক রকমের নতুন প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। এদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ইঁদুর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "এরা সবাই যেন মানুষের জমজ বাচ্চা। জিনগত কোন প্রভেদ এদের মধ্যে নেই। এই সব প্রাণীদের জীবাণু সংক্রমণ থেকে দূরে রাখতে হয়। বিশেষ ভাবে তৈরি

জীবাণু মুক্ত পরিবেশে এদের সংরক্ষিত করতে হয়, কারণ জীবাণুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকার ক্ষমতা এদের নেই। যে কোন একটি জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হলে সকলেই আক্রান্ত হবে। এক সঙ্গে মারাও যেতে পারে।"

উপরে গৃহপালিত এবং গবেষণাগারে সৃষ্ট প্রাণীদের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু জঙ্গলের স্বাধীন জন্তু জানোয়ারদের কি অবস্থা? যদি কোন জঙ্গলে বিশেষ কোন প্রাণীর সংখ্যা খুব কমে যায় তবে অতি নিকট সম্পর্কীয়দের মধ্যে প্রজনন বা নিকট প্রজনন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। তখন তাদের সন্তান জিন ঘটিত নানা রকমের রোগ ব্যাধি ও অঙ্গ বিকৃতির শিকার হয়ে পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ শ্রীমতী গান্ধী বলছেন যে, "বর্তমানে আফ্রিকায় চিতার (Cheetah, not Leaopard) সংখ্যা ভীষণভাবে কমে গিয়েছে এবং খুব অল্প সংখ্যক কিছু মাত্র জীবিত আছে। তাই আজ চিতার যত শাবক জন্মায় তারা প্রায় একই রকম জিন সম্পন্ন পিতা মাতার সন্তান এবং তাদের মধ্যে জিনের বিভিন্নতা প্রায় নেই বললেই চলে। তাই তাদের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও খুবই সীমিত।

নিকট প্রজননের ফলে জাত বিকলাঙ্গ চিতা শাবক
(সৌজন্যে- The Statesman) "ertghjh"

এই কারণে কোন একটি শাবক কোন ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে সব শাবকেরই আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই ভাবে সব শাবক এক সঙ্গে মারা গেলেও আশ্চর্য হবার উপায় থাকে না। বর্তমানে এই চিতার শাবকরা feline infectious peritonitis নামক একটি ভাইরাসের শিকার। এ থেকে যে সব রোগ দেখা দেয়, গৃহপালিত বিড়ালদের মধ্যে তার প্রাদুর্ভাব মাত্র ১ থেকে ৫ শতাংশ। কিন্তু বন্য চিতা শাবকদের বেলায় তা ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ। তাই অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবী থেকে চিতা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়।"

আফ্রিকার চিতার মত গুজরাটের গির অরণ্যের সিংহের সংখ্যাও ভীষণ হ্রাস পেয়েছে এবং সেই কারণে তাদের অবস্থাও চিতার মতই হয়ে পড়েছে। এই গির অরণ্যে সিহের সংখ্যা আজ মাত্র কয়েক শ'তে গিয়ে ঠেকেছে এবং সেই কারণে নিকট সম্বন্ধীয়দের মধ্যে প্রজনন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। এই নিকট প্রজনন ঠেকানোর কোন রাস্তা মানুষের জানা নেই। পশুদের মধ্যেও নিকট প্রজননকে এড়ানোর নিজ নিজ প্রথা বিদ্যমান আছে। ধরা যাক সিংহের সমাজ। সেখানে কোন সিংহ যৌবন প্রাপ্ত হলে বয়স্ক সিংহরা তাকে দল থেকে বিতাড়িত করে দেয় যাতে সে সেই দলের সিংহীদের সঙ্গে মিলিত হতে না পারে। তা সত্বেও সব সময় নিকট প্রজনন আটকানো সম্ভব হয় না। যেমন, যেই সিংহদের দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোল তারা কোন নিকটবর্তী দলে যোগ দিতে পারে যেখানকার সিংহীদের মধ্যে তাদের ভাগ্নী বা ভাইঝিরা রয়েছে। এই একই কারণে নেকড়ে ও জায়েন্ট পান্ডাদের মধ্যে নিকট প্রজনন বন্ধ করা সম্ভব নয়। এই পান্ডা ও নেকড়েরা ছোট ছোট দলে এত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে যে নিকট প্রজনন ছাড়া তাদের কোন উপায় নেই। ফলে এদের শাবকরা নানা রকমের রোগ ব্যাধির শিকার হচ্ছে। এই সব রোগের মধ্যে জন্মহারের হ্রাস ও শিশু মৃত্যু অন্যতম।

নিকট প্রজননের ফলে জাত গির অরণ্যের শারীরিক ত্রুটিপূর্ণ সিংহ
(সৌজন্যে- The Statesman)
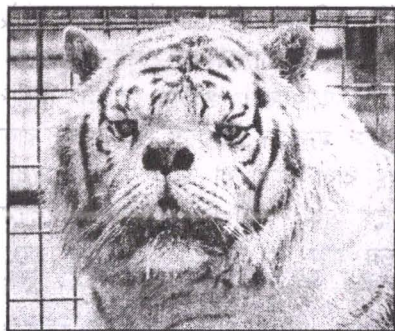
নিকট প্রজননের ফলে জাত বিকলাঙ্গ সাদা ব্যাঘ্র শাবক
(সৌজন্যে- The Statesman)

আগেই বলা হয়েছে যে, বনের পশুদের মধ্যেও নিকট প্রজননকে এড়ানোর নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে। শুধু তাই নয়, পোকা মাকড়দের মধ্যেও নিকট প্রজনন থেকে দূরে থাকার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর মতে কৃত্তিম প্রজনন (Artificial Reproduction) ও কৃত্তিম নিষিক্তকরণ (Artificial Insemination) এই সব স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক পদ্ধতিগুলোকে ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে অনেক রকম নতুন রোগ ব্যাধির দরজা খুলে দিয়েছে। কিন্তু যেই সব ব্যক্তি ও বিজ্ঞানীরা এই কৃত্তিম প্রজননের সঙ্গে জড়িত তারা পশুদের রোগে ভোগান্তি ও শারীরিক ক্লেশের বিষয়ে বিন্দু মাত্র চিন্তা করছেন না। তারা কৃত্তিম প্রজননের দ্বারা মনের আনন্দে বেশি দুধ দেওয়া গরু, বেশি ডিম দেওয়া মুরগি, বেশি মাংসওয়ালা শূয়োর সৃষ্টি করে চলেছেন। কুকুর, বিড়াল, হাঁস, পায়রা, সকলের উপরেই তারা তাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু তার পরিণামের কথা এক বারও চিন্তা করছেন না। কারণ তাদের দৃষ্টি শুধু তাৎক্ষণিক লাভের ওপর, দীর্ঘ মেয়াদী লাভ লোকসানের প্রতি তাদের কোন চিন্তা নেই।

শ্রীমতী গান্ধী তাই দুঃখ করে বলছেন যে, "এর ফলে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাহীন যে সব বিকলাঙ্গ প্রাণী জন্মাচ্ছে এবং তারা যে বিভিন্ন রোগের যন্ত্রনায় ভুগছে, তাদের কথা কে ভাববে? তাদের মধ্যে রোগের প্রদুর্ভাব এত বেশি যে, আজ পৃথীবীতে যত অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ তৈরি হচ্ছে তার শতকরা ৬০ ভাগ ব্যবহৃত হচ্ছে পশুদের জন্য।"

মানব সমাজে নিকট বিবাহ :

ইংরাজীতে নিকট সম্বন্ধীয় আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহকে ইনসেস্ট (incest) বা ইনসেস্টুয়াস ম্যারেজ (Incestuous marriage) বলে। ইনসেস্ট শব্দটি ল্যাটিন শব্দ incestus থেকে এসেছে যার প্রকৃত অর্থ হল অপবিত্র বা অসতীত্ব। আজকের আইনের দৃষ্টিতে ইনসেস্ট বলতে বোঝায় দু জন নিকট আত্মীয় নারী ও পুরুষের মধ্যে যৌন মিলন অথবা বিবাহ যা অনেক দেশেই আইন বিরুদ্ধ এবং সমাজের স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী নিষিদ্ধ। এই ইনসেস্ট অনেক দেশে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, সুইজারল্যান্ডে ইনসেস্ট আইন দ্বারা স্বীকৃত একটি নাগরিক অধিকার। প্রাচীন কালে মিশরের রাজবংশের মধ্যে ইনসেস্ট বা ইনসেস্টুয়াস ম্যারেজ প্রচলিত ছিল এবং রাজবংশের কৌলীন্য রক্ষা করার জন্য মা ছেলে, বাবা মেয়ে বা ভাই বোনের মধ্যে বিবাহ দেওয়া হোত। প্রাচীন কালে চীন দেশে এক পদবী বিশিষ্ট ভাই ও বোনের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, তবে পদবী ভিন্ন হলে তা চলত। অর্থাৎ খুড়তুতো ও জ্যাঠতুতো ভাই বোনের বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু মামাতো, মাসতুতো ও পিসতুতো ভাই বোনের মধ্যে বিবাহ স্বীকৃত ছিল। প্রাচীন গ্রীসে দুই ভাই বোনের মা যদি ভিন্ন হোত,

অর্থাৎ যদি তারা এক মা-এর ভাই বোন না হোত, তবে তারা বিয়ে করতে পারত।

কাজেই দুই মানব ভাই বোনের মধ্যে বিবাহ এবং পশুদের নিকট প্রজনন বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একই ব্যাপার। পশুদের মত এই বিবাহের ফলে জাত সন্তানদের ক্ষেত্রে জন্মগত শারীরিক প্রতিবন্ধীকতা অথবা শিশুমৃত্যুর সম্ভাবনা প্রবল। জিন বিশৃঙ্খলার (genetic disorder) কারণে এই সব জন্মগত অসম্পূর্ণতাকে একত্রে জন্মগত অবসাদ বা inbreeding depression বলে। যাই হোক, উপরিউক্ত নিকট বিবাহ বা Incestuous marriage হোল খৃস্টধর্ম ও ইসলামের ভিত্তি। বাইবেল এবং কোরান, উভয়ের ক্ষেত্রেই মানুষ এক জোড়া মানব মানবী আদম ও ইভ থেকে যাত্রা শুরু করেছে। কাজেই পরবর্তী প্রজন্মে ভাই বোনের মধ্যে তাদের বিবাহ অবশ্যম্ভাবী ছিল। প্রকৃতপক্ষে, বাইবেলের শুরুতেই দেখা যায় যে, আদম ও ইভ-এর দুই ছেলে কেইন ও আবেল তাদের যৌন ক্ষুধা মেটাবার জন্য তাদের বোনের পিছনে দৌড়াচ্ছে। শেষে কেইন ছোট ভাই আবেলকে হত্যা করে বোনকে বিয়ে করছে। কাজেই, শুধু নিকট বিবাহই নয়, হত্যা, রক্তপাত এবং বর্বরতাও এই দুই ধর্মের ভিত্তি।

শুধু তাই নয়। এই দুই ধর্মগ্রন্থের মধ্যে আরও অনেক নিকট বিবাহের বর্ণনা আছে। কোরানের লুৎ এবং বাইবেলের লট (Lot) ছিল মহম্মমদের আগের একজন নবী বা পয়গম্বর। এই ধর্মগুরু লুৎ তার দুই বয়স্কা মেয়ের সঙ্গে শোয়া-বসা করতো এবং এ ভাবে সে তার দুই মেয়েকে গর্ভবতী করেছিল। আর এক ধর্মগুরু আব্রাহাম (কোরানের ইব্রাহীম) -এর ছোট ভাই নাহোর তার ভাই -এর মেয়ে (অর্থাৎ ভাইঝি) মিলকা কে বিয়ে করেছিল (Genesis: 11/29, 30)। এ ছাড়া পবিত্র বাইবেল বলছে "Do not dishonor your father by having sexual relation with your mother" এবং "Do not have sexual relation with your father's wives; that would dishonor your father" ((Leviticus: 18/ 7,8) অর্থাৎ, তোমার মা বা সৎমা-র সঙ্গে যৌন ক্রিয়া কোরোনা, কারণ তাহলে বাবার অপমান হবে। কাজেই বাইবেল অনুসারে, কারো বাবা নিরুদ্দেশ হলে বা মারা গেলে সে তার মা ও সৎমা-র সঙ্গে নিশ্চিন্তে যৌনক্রিয়া করতে পারে।

মুসলমান সমাজে নিকট বিবাহ :

এক জন মুসলমান পুরুষ কোন. কোন. রমণীকে বিয়ে করতে পারে, সে ব্যাপারে পবিত্র কোরানে আল্লা বলছেন, "নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাদের বিয়র করেছে, তোমরা তাদের বিয়ে কর না, পূর্বে যা হবার হয়েছে, (এখন নয়)। ইহা অশ্লীল, কুরুচিকর এবং নিকৃষ্ট আচরণ।" (৪:২২) "তোমাদের জন্য অবৈধ করা হল - তোমাদের মা, মেয়ে, বোন, ফুফু (পিসী), খালা (মাসী),

ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়ী, দুধ-মা, দুধ-বোন, শাশুড়ী, এবং তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সংগত (সহবাস) হয়েছে, তার পূর্ব স্বামীর ঔরসে জাত তার গর্ভজাত কন্যা, যারা তোমার অভিভাবকত্বে আছে; তবে যদি তাদের সাথে সংগত (সহবাস) না হয়ে থাকে তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নাই। এবং তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ - তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী ও দু বোনকে এক সঙ্গে বিয়ে করা, পূর্বে যা হয়েছে - হয়েছে; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।" (৪:২৩)"

আল্লা আরও বলছেন, "এবং নারীগণের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল বিশ্বাসী (অর্থাৎ মুসলমান) সধবা রমণী তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। তোমাদের জন্য ইহা আল্লার বিধান। উল্লেখিত নারীগণ ব্যতীত আর সকলকে অর্থব্যয়ে বিয়ে করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নয়। তাদের মধ্যে যাদের তোমরা সম্ভোগ করেছ, তাদের নির্ধারিত মোহর অর্পণ করবে। মোহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাজী হলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নাই, আল্লা সর্বজ্ঞ, বিজ্ঞানময়' (৪:২৪)। কাজেই কোরানের উপরিউক্ত আয়াতগুলি থেকে এটা পরিষ্কার হচ্ছে যে, অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধীয় মুষ্টিমেয় কয়েক জন ব্যতীত এক জন মুসলমান পুরুষ সকল রমণীকেই বিয়ে করতে পারে। কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে অল্লা সৎমেয়েকেও বিয়ে করার অনুমতি দিচ্ছেন। আরও লক্ষণীয় হোল, "আগে যা হয়েছে তা হয়েছে" কথার মধ্য দিয়ে আল্লা বোঝাতে চাইছেন যে, যে সমস্ত নিকট আত্মীয় রমণীদের আল্লা নিষিদ্ধ করছেন, প্রাক ইসলামী আমলে তারাও বৈধ ছিল।

কোরানের এই আয়াতগুলি থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আল্লা মুসলমান পুরুষদের অতিশয় নিকট আত্মীয়া মহিলাদের বিয়ে করার অধিকার দিয়ে রেখেছেন। আল্লা শুধু সহোদরা বোনদের বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু খুরতুতো, জ্যাঠতুতো, পিসতুতো ও মামাতো বোনদের বিয়ে করতে নিষেধ করেননি। তা ছাড়া ভাইঝি বা ভাগ্নীরা তো আছেই। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিধবা বিমাতাকেও বিয়ে করা চলে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলাম নিজের ঔরসজাত মেয়েকে বিয়ে করতেও অনুমতি দেয়। আগেই বলা হয়েছে যে, মহম্মদের পূর্ববর্তী নবী লুৎ নিজের দুই যুবতী কন্যাকে গর্ভবতী করেছিল। এই ব্যাপারে মৌলভীদের বক্তব্য হল, যদি কোন মহিলা ব্যভিচারের দ্বারা কোন কন্যা সন্তানের জন্ম দেয় তবে সেই কন্যার সঙ্গে তার সমাজ স্বীকৃত বাবার কোন সম্বন্ধ থাকে না। ইসলামের দৃষ্টিতে সেই মেয়ে পতিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তার বাবা তখন তাকে ধর্ষণ করতে পারে, যৌন দাসী হিসাবে ব্যবহার করতে পারে অথবা ইচ্ছা করলে বিয়েও করতে পারে। কাজেই কোন মুসলমানের যদি ইচ্ছা হয় যে, সে তার মেয়েকে বিয়ে করবে, তবে সব থেকে সহজ রাস্তা হল এটা রটিয়ে দেওয়া যে, সে তার বাবা নয়। তার স্ত্রীর ব্যাভিচারের ফলে তর জন্ম হয়েছে।

এটা এমনই একটা অভিযোগ যা প্রমাণ করা খুব কঠিন তো বটেই, অসম্ভবও বলা যেতে পারে। (তবে বর্তমানে ডি এন এ পরীক্ষা এব্যাপারে সঠিক নির্ণয় দিতে সক্ষম।)

তবে কোরান বা বাইবেলে কোথাও লেখা নেই যে, নবী লুৎ তার যে দুই মেয়েকে গর্ভবতী করেছিল তারা ব্যভিচারের ফসল ছিল। যাই হোক, সম্ভবত নবী লুতের সেই পবিত্র দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই মুসলমানরা নিজের মেয়েকে বিয়ে করতে অগ্রসর হয়। এ ব্যাপারে আরও একটা কথা এখানে বলে রাখা সঙ্গত হবে। মোগল সম্রাট শাহ্ জাহান তার দুই মেয়ের সাথে নিয়মিত শোয়া-বসা করত। যাই হোক, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলাম নিকট বিবাহে এবং নিকট প্রজননে উৎসাহ দেয়।

যদিও আজকের চিকিৎসা বিজ্ঞান খুব নিকট আত্মীয়দের মধ্যে, বিশেষ করে খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই বোনের মধ্যে বিয়ের নানা ধরণের কুফলের কথা প্রচার করে চলেছে, কিন্তু মুসলমান মৌলভীরা তা মানতে নারাজ। তাদের যুক্তি হোল, যেহেতু আল্লা কোরানের উপরিউক্ত (৪:২২) ও (৪:২৩) আয়াতে খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই বোনের মধ্যে বিয়েকে নিষিদ্ধ করেননি, তাই বিজ্ঞানীদের কথাবার্তা ভিত্তিহীন। এই সব বিয়ে যদি খারাপ বা ক্ষতিকর হোত তবে আল্লা তা অনুমোদন করতেন না। তাদের বিশ্বাস যে, ইসলামকে এবং আল্লাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যেই চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এই সব অপপ্রচার চলিয়ে যাচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অনেক মৌলভী আবার রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। অর্থাৎ, উপদেশঃ হি মূর্খানাম্ প্রকোপায় ন শান্তয়ে (সদুপদেশ দিলে মূর্খরা শান্ত হয় না, বরং রেগে যায়)।

প্রোফেসর জন স্টিফেন জোন্স (Professor John Stephen Jones) বৃটেনের এক জন বিশিষ্ট জিন-বিজ্ঞানী। তিনি রয়াল সোসাইটির এক জন সদস্য বা এফ আর এস এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের জিন-বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। তিনি তাঁর একটি লেখায় এই মত ব্যক্ত করেন যে, মুসলমানদের মধ্যে খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই বোনের বিয়ে তাদের সন্তানের মধ্যে জন্মগত শারীরিক বিকৃতির সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তুলছে। তাঁর এই মন্তব্য মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তোলে। বিগত ২০১১ সালের ২৯শে মে, তিনি ঐ একই কথার পুনরাবৃত্তি করেন। তিনি আরও বলেন যে, এটা খুবই ভয়ঙ্কর ব্যাপার যে, বৃটেনে বসবাসকারী পাকিস্তানী মুসমানদের মধ্যে ৫৫ শতাংশ বিয়েই হল নিকট বিবাহ এবং ব্রাডফোর্ডে তা ৭৫ শতাংশ বা তারও বেশি। এটা ভয়ঙ্কর এই কারণে যে, নিকট আত্মীয় ভাই বোনের মধ্যে এই সব বিবাহ সন্তানের মধ্যে জিন-বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। ফলে এই সব বাচ্চাদের মধ্যে বধিরত্ব, অন্ধত্ব ও শিশুমৃত্যুর সম্ভবনা অন্যান্য সাধারণ বাচ্চাদের থেকে ১০ গুণ বেশি থাকে।

প্রোফেসর জন স্টিফেন জোন্স

স্বভাবতই তাঁর এই মন্তব্যে মুসলমানরা রেগে যায়। মহম্মদ শাদিক হলেন বৃটেনের রমাদান ফাউন্ডেশনের অধিকর্তা। তিনি বলেন, "আমি এমন অনেক মুসলমানকে জানি যারা তাদের (খুড়তুতো বা জ্যাঠতুতো) বোনকে বিয়ে করেছে, কিন্তু তাদের সন্তানদের নিয়ে কোন সমস্যা হয়নি। আমরা কখনোই চাইবো না যে, আমাদের সন্তানরা শারীরিক দিক দিয়ে অক্ষম হোক। কাজেই আমি এই পরামর্শ দিচ্ছি যে, যে সব মুসলমান (খুড়তুতো বা জ্যাঠতুতো) ভাই বোন বিয়ে করতে চায়, বিয়ের আগে তাদের ডাক্তারি পরীক্ষা করা হোক।"

একটা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে যে, মুসলমান মহাপন্ডিত ডাঃ জাকির নাইক একটা প্রশ্নের উত্তরে বলছেন যে, এটা দু এক প্রজন্ম ধরে চললে যে ক্ষতি হয় তা খুবই সামান্য, তবে অনেক প্রজন্ম ধরে চললে তা অবশ্যই ক্ষতিকর হতে পারে। কাজেই তিনিও প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিচ্ছেন যে, এর ফলে মুসলমান সমাজ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, কারণ মুসলমান সমাজে রক্তসম্বন্ধীয় ভাই বোনের মধ্যে বিবাহ প্রজন্মের পর প্রজন্ম, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসছে। জাকির নাইক নিজে একজন ডাক্তার। তাই তার পক্ষে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও তার ফলাফলকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয় না।

জাকির নাইক

এখানে স্মরণ করা চলতে পারে যে, গত ২০০৮ সালে বৃটেনের তৎকালীন পরিবেশ মন্ত্রী ফিল উলাস (Phil Woolas) মন্তব্য করেন যে, বৃটেনে বসবাসকারী পাকিস্তানীরা (খুড়তুতো বা জ্যাঠতুতো) ভাই বোনের মধ্যে বিয়ে করে ব্যাপক ভাবে জন্মগত শারীরিক ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম দিয়ে চলেছে। যদিও তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী গর্ডন ব্রাউন (Gordon Brown), মুসলমান তোষণের ভোটের রাজনীতির স্বার্থে, তাকে এই মন্তব্যের জন্য তিরস্কার করেন এবং ভবিষ্যতে এ রকম মন্তব্য থেকে বিরত থাকতে বলেন।

সারণী-১

মুসলীম দেশগুলিতে নিকট বিবাহের শতকরা হার

দেশ	রক্ত-সম্বন্ধের মধ্যে বিবাহ (%)
আলজেরিয়া	৩৪
বাহরেন	৪৬
মিশর	৩৩
নিউবিয়া (দঃ মিশর)	৮০
ইরাক	৬০
জর্ডান	৬৪
কুয়েত	৬৪
লেবানন	৪২
লিবিয়া	৪৮
মরিটানিয়া	৪৭
কাতার	৫৪
সৌদি আরব	৬৭
সুদান	৬৩
সীরিয়া	৪০
তিউনিসিয়া	৩৯
ইউ এ ই	৫৪
ইয়েমেন	৪৫

সমগ্র পৃথিবীতে এই হার ৫০ শতাংশ। ইংল্যান্ডে ও ডেনমার্কে বসবাসকারী পাকিস্তানী মুসলমানদের ক্ষেত্রে এই হার যথাক্রমে ৫০ শতাংশ ও ৪০ শতাংশ।

বাস্তবিক পক্ষে, ইসলামী দেশগুলোতে যত বিয়ে হয় তার প্রায় ৫০ শতাংশ বা তারও বেশি নিকট বিবাহ (সারণী-১ দ্রষ্টব্য)। এই কারণে অন্যান্য দেশে যত বিকলাঙ্গ বা শারীরিক দিক দিয়ে অক্ষম, জড়বুদ্ধি, জিনঘটিত রোগে আক্রান্ত শিশু জন্মায় ইসলামী দেশগুলোতে এই রকম শিশুর সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি। আগেই বলা হয়েছে যে, ইসলাম নিকট বিবাহের মধ্য দিয়ে নিকট প্রজননে উৎসাহ দেয়, যা আজকের জিন-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে খুবই ক্ষতিকর। জিন-বিজ্ঞানীদের মতে এক জন পুরুষ ও এক জন নারীর জিন=এর যত বৈষম্য বা যত ভিন্ন হবে, তাদের শিশু তত সুস্থ,, সবল ও স্বাভাবিক বুদ্ধি সম্পন্ন হবে। আরবের ইসলামী দেশগুলোর বহু মানুষ সিকল্ সেল অ্যানিমিয়া (sickle cell anemia), থ্যালাসেমিয়া (thalassemia), হাইড্রোসেফালাস (hydrocephalus) এবং আরও বহু রকম রোগে আক্রান্ত এবং বিজ্ঞানীদের মতে নিকট বিবাহ বা নিকট প্রজনন এর অন্যতম কারণ। প্রকৃতি চায় জিন বৈষম্য (variability) বাড়াতে। কিন্তু মুসলীম সমাজ তাদের নিকট বিবাহের মধ্য দিয়ে তার বিপরীত কাজ করে চলেছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, অত্যন্ত নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ের ফলে যে শিশুরা জন্মায় তারা বিকলাঙ্গ, শারীরিক ত্রুটি, জড়বুদ্ধি, জিন ঘটিত অন্যান্য রোগ এবং বিশেষ করে নিম্ন মানের বুদ্ধিবৃত্তি বা কম আই কিউ সম্পন্ন হয়। ডেনমার্ক-এর একজন মনোবিজ্ঞানী নিকোলাই সেনেলস্ (Nicolai Sennels) এই বিষয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। তাই এই ব্যাপারে তাঁর কথা শোনা যেতে পারে। শ্রী সেনেলস্-এর মতে পাকিস্তানের ৭০ শতাংশ মানুষ নিকট বিবাহ বা নিকট প্রজনন থেকে জাত। তুরস্কে এর পরিমাণ ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ। পাকিস্তানের অনেক মুসলমান এখন ইংল্যান্ডের অধিবাসী এবং এদের মধ্যে মৃত সন্তান প্রসব করার হার অনেক বেশি। শ্রী সেনেলস্ আরও দেখেছেন যে, মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোতে প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষ নিকট বিবাহ থেকে জাত। এই সব দেশগুলোতে নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ বহু প্রজন্ম ধরে চলে আসছে। এই সব অনুসন্ধানের ফলাফল সারণী-১ এ দেখানো হয়েছে।

এই আরব দেশগুলোর বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৫০ কোটি। কাজেই বলা যায় যে, এর অর্ধেক বা ৭৫ কোটি মানুষ কম আই কিউ বিশিষ্ট স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন নির্বোধ। এই সব স্বল্প বুদ্ধি মানুষের না আছে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ, না আছে কোন সৃষ্টিশীল কাজের জন্য প্রচেষ্টা। তাদের মধ্যে আছে শুধু হিংসা, মারামারি, খুনোখুনি আর অপরাধ প্রবণতা। অন্য দিকে এটা ইসলাম ও ইসলামের মোল্লা মৌলভীদের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ, কারণ ইসলামের অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণাগুলো গলাধঃকরণ করাতে এই ধরণের স্বলপবুদ্ধি নীরেট মূর্খদেরই প্রয়োজন। এরা ইসলামের সমস্ত বালখিল্য তত্ত্বে বিশ্বাস করবে, কিন্তু

প্রশ্ন করবে না। নীরেট মূর্খ ছাড়া লক্ষ লক্ষ হুরী পরী এবং অপরূপ কিশোর গেলেমান সমন্বিত ইসলামী স্বর্গে কে বিশ্বাস করবে? একান্ত নীরেট মূর্খ ছাড়া কেই বা কোমরে বোমা বেঁধে আত্মঘাতী হামলা করতে যাবে এবং বিশ্বাস করবে যে, এইভাবে মরার সঙ্গে সঙ্গে আল্লা তাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে এবং কম করে ৭২টা হুরী উপহার দেবে।

তা ছাড়া নিরেট মূর্খ ছাড়া কারাই বা একজন শিশু-গমনকারী, নারী ধর্ষণকারী, নির্মম গণহত্যাকারী, গুপ্তহত্যাকারী, লুণ্ঠনকারী এবং সকল প্রকার অপরাধমূলক কাজে সিদ্ধহস্থ এক ব্যক্তিকে ঈশ্বর প্রেরিত পয়গম্বর বলে মান্য করবে, বা তাঁকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে শ্রদ্ধা করবে? ইসলামের আল্লা কোরানে বলছেন যে, আকাশ একটা কঠিন ছাদ যা তিনি তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা কোন স্তম্ভ ছাড়াই স্বস্থানে স্থাপন করেছেন। তিনি আরও বলছেন যে পৃথিবীটা একটা কার্পেটের মত সমতল এবং সূর্য সেই সমতল পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে এবং দিনের শেষে সূর্য পশ্চিম দিকে একটা ডোবার মধ্যে অস্ত যায়। মূর্খ আল্লা আরও বলছেন যে, আকাশের নক্ষত্ররা হল ক্ষেপণাস্ত্র যা তিনি শয়তানকে আঘাত করার জন্য সাজিয়ে রেখেছেন। মূর্খ আল্লা আরও বলছেন যে কেয়ামৎ বা শেষ বিচারের দিন তিনি সূর্যকে পশ্চিম দিকে উদিত করবেন এবং সেই দিন তিনি সূর্যকে পৃথিবীর খুব কাছে নিয়ে আসবেন। এত কাছে নিয়ে আসবেন যে সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে দূরত্ব হবে মাত্র এক মাইল। মূর্খ আল্লার জানা নেই যে, সেই ক্ষেত্রে পৃথিবী নিমেষে বাস্প হয়ে উড়ে যাবে। কাজেই কম আই কিউ বিশিষ্ট স্বল্পবুদ্ধির মানুষ ছাড়া কারাই বা এ রকমের এক মূর্খ আল্লাকে এই বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসাবে আরাধনা করবে?

ভাবলে অবাক হতে হয় যে, কেমন এক আহাম্মোকের দুনিয়া এই মুসলীম সমাজ, যেখানে বিরাজ করছে এক আহাম্মোক ঈশ্বর, এক আহাম্মোক ধর্মগুরু আর আহাম্মোক অনুগামীর দল! উপরন্তু সেই আহাম্মোক ভগবান তার অনুগামীদের মধ্যে নিকট বিবাহের বিধান দিয়ে স্বল্পবুদ্ধি আহাম্মোক অনুগামীর অবিচ্ছিন্ন সরবরাহ চিরস্থায়ী করার পাকাপাকি ব্যবস্থা করে রেখেছেন, যা তে অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত মুসলীম সমাজ কোন দিন জ্ঞানের আলোয় আলোকিত না হতে পারে। এতেই ইসলামের লাভ। কারণ এই মূর্খের দল কোন দিন সত্য জানতে চেষ্টা করবে না। সত্য জানার জন্য মোল্লা মৌলভীদের কোন দিন প্রশ্ন করবে না বা প্রশ্ন করে তাদের বিব্রত করবে না। এই মোল্লা মৌলভীর দল তাদের যা বোঝাবে, এই আহাম্মোকের দল তাই বুঝবে এবং ইসলামও টিকে থাকবে।

পাশ্চাত্যের খৃস্টান সমাজে নিকট বিবাহ :

আগেই বলা হয়েছে যে, নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ ইসলাম ও খৃস্টদর্মের মূল স্তম্ভ স্বরূপ। কারণ দুই ধর্মই বিশ্বাস করে যে, এক আদি মানব আদম (সংস্কৃত আদিম থেকে উৎপন্ন) এবং এক আদি মানবী ঈভ (অথবা ইসলামের হাওয়া) থেকে মানব জাতি তার যাত্রা শুরু করেছে। কাজেই পরবর্তী প্রজন্মে ভাই বোনের সঙ্গে বিয়ে অবশ্যম্ভাবী ছিল। আগে এটাও বলা হয়েছে যে, এক জন খৃস্টান পুরুষ তার মা ও তার বাবার অন্যান্য পত্নীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, যদি তার বাবা মারা যায় বা নিখোঁজ হয়।

কাজেই এই দিক থেকে দেখতে গেলে, নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ খৃস্টান সমাজেরও একটি স্বীকৃত বিধান। আজকের গণতন্ত্র বা ব্যক্তিস্বাধীনতার যুগে কোন দেশে এমন কোন আইন নেই, যার সাহায্যে দুই জন বয়ঃপ্রাপ্ত নিকট আত্মীয় নর নারী স্বেচ্ছায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে রোধ করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, বৃটেনে নিকট আত্মীয় ভাই বোনের মধ্যে বিবাহ স্বীকৃত। কিন্তু তা মুসলীম জগতের থেকে কিছুটা আলাদা। এখানে পুরুষ যাকে বিয়ে করবে তাকে নিজেই পছন্দ করে নিতে হয়। কিন্তু খুব কম লোকই বিয়ে করার জন্য নিকট আত্মীয়া বোনকে পছন্দ করে। তাই নিকট বিবাহ বা ইনসেস্ট এখানে খুবই কম এবং সেই কারণে জিন ঘটিত রোগ ব্যাধিও কম। কিন্তু মুসলীম সমাজে চিত্রটা সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে নিকট ভাই বোনের মধ্যে বিবাহ পাত্র বা পাত্রী ঠিক করে না, করে তাদের পরিবারের লোক জন। তারা মনে করে যে, এ রকম ভাই বোনের মধ্যে বিয়ে দিলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বোঝাপড়া ভাল হয় এবং তালাকের সম্ভাবনা কম থাকে। তাই পারিবারিক শান্তির আশায় এ রকম নিকট বিবাহ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলতে থাকে। সেই কারণে জিন ঘটিত রোগ ব্যাধিও বাড়তে থাকে।

চার্লস ডারউইন ও তাঁর স্ত্রী নিকট আত্মীয়া বোন

যদিও বৃটেনে নিকট ভাই বোনের মধ্যে বিবাহের সংখ্যা খুবই কম, তা সত্বেও এখানকার অনেক বিখ্যাত ব্যাক্তি হয় নিকট বিবাহ করেছেন বা নিকট বিবাহের ফলে জন্মলাভ করেছেন। এডগার অ্যালান পো এবং চার্লস ডারউইন দু জন বিখ্যাত ব্রাইটন যারা খুরতুতো/জ্যাঠতুতো বোনকে বিয়ে করেছিলেন। রানী ভিক্টোরিয়াও খুরতুতো বা জ্যাঠতুতো ভাইকে বিয়ে করেছিলেন। তারা ১০টি শিশুর জন্ম দিয়েছিলেন, যাদের মধ্যে ৩ জন ১০ বছর বয়স হবার আগেই মারা

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ও তাঁর স্ত্রী নিকট আত্মীয়া বোন

যায় এবং ২ জন রোগের আক্রমণে মারা যায়। বাকি ৫ জনের মধ্যে ৩ জন কোন সন্তানের জন্ম দিতে পারেনি। বিশেষজ্ঞদের মতে নিকট বিবাহের কারণে জিন ঘটিত রোগের জন্যই তারা সন্তানের জন্ম দিতে পারেনি। আগেই বলা হয়েছে যে, প্রাচীন কালে মিশরের রাজারা রাজবংশের কৌলীন্য রক্ষা করার জন্য রাজ পরিবারের মধ্যেই বিয়ে সাদী করতো। বৃটেনের রাজবংশের মধ্যেও সেই প্রথা বিদ্যমান। এবং সেই কারণেই রানী ভিক্টোরিয়া নিকট আত্মীয় ভাইকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আর এক জন বিশ্ববিখ্যাত ব্যাক্তি যিনি তার আত্মীয়া বোনকে বিয়ে করেছিলেন, তিনি হলেন নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা সঙ্গত হবে যে বিশ্ববিখ্যাত চিত্র পরিচালক শ্রী সত্যজিৎ রায় তাঁর নিকট আত্মীয়া বোন বিজয়াকে বিয়ে করেছিলেন।

নিকট বিবাহ রোধ করার হিন্দু পদ্ধতি :

অতি প্রাচীন কাল থেকেই হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতিতে নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ ভীষণভাবে নিষিদ্ধ এবং অত্যন্ত হীন কাজ বলে নিন্দিত। হিন্দুরা এই রকম নিকট বিবাহের কুফল সম্পর্কে অতিশয় সচেতন এবং শঙ্কিতও বটে।

এই রকম বিবাহ যাতে না হতে পারে সেই জন্য হিন্দু সমাজে দুই রকমের বিধান বা নিয়মের অনুসরণ করা হয়। প্রথম নিয়ম হোল গোত্র প্রথা। প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্যই একটা গোত্র থাকতে হবে। প্রত্যেক হিন্দু বিশ্বাস করে যে, সে এক ঋষির বংশধর এই গোত্র নির্দেশ করে যে সে কোন্ ঋষির বংশধর। যেমন, যে সব হিন্দুর কাশ্যপ গোত্র, তারা বিশ্বাস করে যে, তারা ঋষি কাশ্যপ-এর বংশধর। (পাঠকের অবগতির জন্য এখানে বলে রাখা উচিত হবে যে, ঋষি কাশ্যপের নাম থেকেই ইউরোপের কাস্পিয়ান সাগর বা Caspian Sea-র নামকরণ হয়েছে)। সেই রকম, যে সব হিন্দুর ভরদ্বাজ গোত্র, তারা বিশ্বাস করে যে তারা ঋষি ভরদ্বাজ-এর বংশধর। সেই কারণে হিন্দু ভাবধারা অনুসারে একই গোত্রের বা স্বগোত্রের দু জন নারী ও পুরুষ ভাই বোন, তাই তাদের মধ্যে কোন বিবাহ সমপর্ক হতে পারে না।

কিন্তু প্রশ্ন হোল, শুধু এই গোত্রের সাহায্যে নিকট বিবাহ বা নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ সম্পূর্ণভাবে রোধ করা সম্ভব? হিন্দু নিয়ম অনুসারে বিবাহের পর স্ত্রীর বংশজাত গোত্র লোপ পায় এবং সে স্বামীর গোত্রের অধিকারিণী হয়। কাজেই এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কোন মামা কি তাহলে তার ভাগ্নীকে বিয়ে করতে পারে? শুধু গোত্রের বিচারে এতে কোন বাধা নেই, কারণ মামা ও ভাগ্নীর গোত্র ভিন্ন।

কাজেই মামা, মাসী, পিসী এরা ভিন্ন গোত্রের হলেও নিকট আত্মীয়। তাই এই সব নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ রোধ করার জন্য মনুস্মৃতি বলছে যে, বাবার দিকের চৌদ্দ পুরুষ ও মা-র দিকের চৌদ্দ পুরুষের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকলে সেখানে কোন বিবাহ সম্বন্ধ করা যাবে না। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি এই নিয়মকে কিছুটা শিথিল করে বলছে যে, বাবার দিকে চৌদ্দ পুরুষ ও মা-র দিকে সাত পুরুষের মধ্যে সম্বন্ধ থাকলে সেখানে কোন বিবাহ সম্পর্ক করা নিষেধ।

কিন্তু বর্তমান ভারতের গণতান্ত্রিক সরকার সকল সাবালক পুরুষ ও মহিলা নাগরিককে তার জীবন সঙ্গী বা সঙ্গিনী নির্বাচন করার অধিকার দিয়েছে। সেই কারণে আজকের ভারতে দু জন সাবালক নিকট আত্মীয় নারী ও পুরুষ আদালতের মাধ্যমে বিবাহ করতে পারে, বা তাদের বিবাহ পঞ্জীকৃত করতে পারে। কিন্তু তাদের আত্মীয় পরিজনরা হয়তো তাদের বিয়েকে অস্বীকার করতে পারে বা তাদের সমাজচ্যুত করতে পারে। কিন্তু ভারত হল ১২০ কোটি মানুষের এক বিশাল দেশ। এখানে কোথাও হয়তো এ রকম নিকট বিবাহ স্বীকার করেও নিতে পারে। যেমন বাংলা সত্যজিৎ রায় ও বিজয়ার বিয়েকে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু কোথাও কোথাও, বিশেষ করে উত্তর ভারতে, তা কখনও মেনে নেয় না। সেখানে এই রকম বিবাহকে পাপ মনে করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই রকম স্বামী স্ত্রীকে হত্যাও করা হয়ে থাকে। এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, দক্ষিণ ভারতের

কেরালা, তামিলনাড়ু, কর্নাটক ও অন্ধ্র প্রদেশে মামার সাথে ভাগ্নীর বিবাহকে অতিশয় শুভ এবং শ্রেষ্ঠ বিবাহ সম্পর্ক বলে গণ্য করা হয়।

বিগত ১৯৫৬ সালে মুম্বাইতে এ ব্যাপারে একটা সমীক্ষা চালানো হয়। তাতে দেখা যায় যে, অন্ততপক্ষে ৭.৭ শতাংশ হিন্দু তাদের নিকট আত্মীয়া বোনকে বিবাহ করেছে। ১৯৮০ সালে এ রকমেরই একটি সমীক্ষা নতুন দিল্লীতে চালানো এবং তাতে দেখা যায় যে, সেখানে মাত্র ০.১ শতাংশ পুরুষ নিকট আত্মীয়াকে বিবাহ করেছে। সেই একই সময়ে এ রকমের একটি সমীক্ষা কর্নাটকের বাঙ্গালোর শহরে চালানো হয় এবং তাতে দেখা যায় যে, প্রায় এক তৃতীয়াংশ হিন্দু পুরুষ নিকট আত্মীয়া বোনকে বিয়ে করেছে। বর্তমানে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে দেখা যায় যে, জন্মহার খুব কম এবং বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, নিকট আত্মীয় সম্বন্ধের মধ্যে বিবাহই এর কারণ। মধ্য ভারতের মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও মহারাষ্ট্র রাজ্য এ ব্যাপারে মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান করছে।

এখানে বলে রাখা সঙ্গত হবে যে, যে যে কারণে হিন্দুরা মুসলমানদের ঘৃণা করে তার মধ্যে মুসলমান সমাজের নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ অন্যতম প্রধান। অন্যান্য কারণের মধ্যে পড়ে তাদের অপরাধের মানসিকতা বা অপরাধ প্রবণতা, নারীদের জন্য লালসার আতিশয্য, টাকা পয়সা, জমি জায়গার অধিকার নিয়ে নিজেদের মধ্যে খুনোখুনী ও রক্তপাত এবং গোমাংস ভক্ষণ। প্রকৃতপক্ষে ভারতের হিন্দুরা নিকট আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে বিবাহকে অতিশয় ঘণ্য ও কুৎসিৎ বলে মনে করে। বিগত ১০১৭ খৃস্টাব্দে পারস্যের বিখ্যাত মুসলমান পণ্ডিত আল বিরুনী যখন ভারতে আসেন তখন তিনি মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের ঘৃণার কারণগুলি অনুধাবন করার চেষ্টা করেন। তিনি লিখেছেন যে, মুসলমানদের প্রতি অত্যধিক ঘৃণার কারণে কোন হিন্দুকে মুসলমান করা ছিল খুবই কঠিন কাজ। হিন্দুরা বলতো যে, তাদের ধর্ম পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাদের ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ, তাদের রাজারা শ্রেষ্ঠ এবং তাদের কৃষ্টি ও সভ্যতা সকলের থেকে শ্রেষ্ঠ। তারা মুসলমানদের অপবিত্র মনে করতো এবং ঘৃণাভরে ম্লেচ্ছ বলে ডাকতো।

নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহের ফলে মানুষ যে সব রোগে আক্রান্ত হয় :

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে যে, নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহের ফলে যে জিন গত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, তার ফলে কোন নারী বা পুরুষ ৬০০০ রকমের শারীরিক বিকৃতি এবং রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে। এর মধ্যে আছে নানা ধরণের শারীরিক অক্ষমতা, মাইক্রো সেফালাস (micro cephalous) বা ছোট আকারের মস্তিষ্ক ও মাথার খুলি নিয়ে জন্মগ্রহণ করা বা স্বল্পবুদ্ধি বা কম আই কিউ (lower IQ) বিশিষ্ট হওয়া, জড় মানসিকতা সম্পন্ন হওয়া এবং

যকৃৎ (liver) ও কিডনির সমস্যা জনিত রোগে আক্রান্ত হওয়া। কিন্তু সব থেকে বেশি মানুষ যেই রোগে আক্রান্ত হয় তাকে বলে সিকল্ সেল ডিসিজ (Sickle-cell disease (SCD)) বা, সিকল্ সেল অ্যানিমিয়া (sickle-cell anaemia (SCA) or drepanocytosis sickle beta-plus-thalassaemia)। বর্তমানে পাকিস্তানে যত বিয়ে হয়, তার মধ্যে নিকট বিবাহ, বিশেষ করে খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই বোনের মধ্যে বিবাহ সমস্ত বিবাহের ৭৫ শতাংশ থেকেও বেশি। সেই কারণে সেখানে এই সব রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক বেশি। শিশুরা এই সমস্ত রোগ সঙ্গে করেই পৃথিবীতে আসে।

Micro cephalous বা ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক ও
কম আই কিউ (Low IQ) বিশিষ্ট পাকিস্তানী মানুষ

এ ছাড়া যে রোগটি বেশি করে দেখা যায়, তাকে ডায়াবেটিস মেলিটাস (diabetes mellitus)। আক্রান্ত শিশুরা জন্ম থেকেই এই রোগে আক্রান্ত হয় এবং জিন বিশৃঙ্খলার কারণে অগ্ন্যাশয়ে (Pancreas) ইনসুলিন তৈরি বিঘ্নিত হবার কারণেই এই রোগ দেখা দেয়। এ ছাড়া অন্য যে সব ডায়াবেটিস (বহুমূত্র) দেখা যায় সেগুলো হল, সিস্টিক ফাইব্রোসিস (cystic fibrosis) সংক্রান্ত ডায়াবেটিস, স্টেরইড ডায়াবেটিস (steroid diabetes) এবং মনোজেনিক (monogenic diabetes) ডায়াবেটিস। বর্তমান লেখক এক জন চিকিৎসা বিজ্ঞানী নন্ । তাই এই সমস্ত রোগের বিশদ আলোচনা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এ টুকু বলা সম্ভব যে, নিকট বিবাহ জনিত জিন বিশৃঙ্খলার কারণে যে সমস্ত রোগ হয় সে সব রোগই জন্মলব্ধ এবং দূরারোগ্য। যাই হোক, এই সব
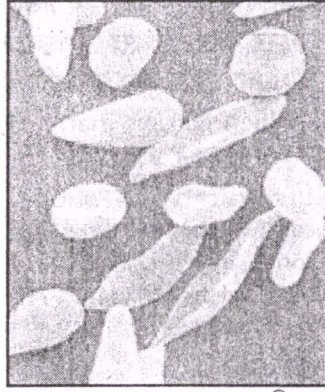
ছবিতে দেখানো হয়েছে যে রক্তের লোহিত কণিকা
কি ভাবে সিকল্ সেল-এ পরিণত হয়

রোগের মধ্যে সিকল্ সেল অ্যানিমিয়া (sickle-cell anaemia)-র প্রদুর্ভাব খুব বেশি। এই রোগে আক্রান্ত শিশু রক্তের লোহিত কণিকার বেশ কিছু অংশ অনেকটা কাস্তের মত দেখতে কোষে পরিণত হয় এবং একেই কাস্তে-কোষ (sickle-cell) বলে এবং এই কারণে যে রক্তাল্পতা (anaemia) দেখা দেয় তাকেই কাস্তে-কোষ-রক্তাল্পতা বা sickle-cell anaemia বলে। আগেই বলা হয়েছে যে, সৌদি আরবে ৬৭ থেকে ৭০ শতাংশ বিবাহই নিকট বিবাহ এবং সেখানে সিকল্ সেল অ্যানিমিয়া-র প্রদুর্ভাব সব থেকে বেশি।
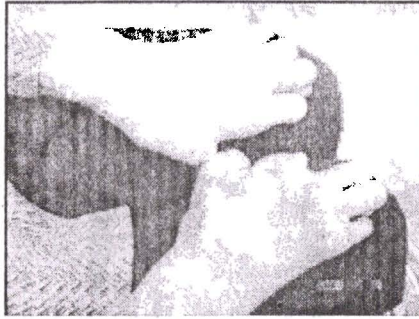
নিকট বিবাহের ফলে জাত বিকৃত অঙ্গ বিশিষ্ট সন্তান

যে সমস্ত পাঠকের কম্প্যুটার ও ইন্টারনেটের সুবিধা আছে তারা Youtube-এ একটু খোঁজ করলেই বহু ভিডিও দেখতে পাবেন যাতে মুসলমান সমাজের তুতো ভাই বোনের (cousin) মধ্যে বিয়ের ফলে তারা কি বিড়ম্বনাময় জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। এই সব ভিডিওর মধ্যে কিছু ভিডিও আছে যা Kaspar Hauser নামে এক ব্যাক্তি কয়েক বছর আগে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের

মধ্যে cousin বিবাহের ওপর তৈরি। এই সব ভিডিওতে দেখানো হয়েছে যে, নিকট আত্মীয় নারী পুরুষের মধ্যে বিবাহের ফলে যে সব শিশু জন্মায় তারা অসম্পর্কিত বাবা-মা'র শিশুদের থেকে কম বুদ্ধিবৃত্তি (lower IQ) সম্পন্ন।

এই ব্যাপারে পাঠক When cousins marry শীর্ষক চারটি ভিডিও দেখতে পারেন যাদের লিঙ্ক নীচে দেওয়া গেল -

https://www.youtube.com/watch?v=ju2FP8LIOLM (1/4)
https://www.youtube.com/watch?v=tE5ZBmp7AC8 (2/4)
https://www.youtube.com/watch?v=CsiR2f0SUhI (3/4)
https://www.youtube.com/watch?v=VlXp4J6W7TI (4/4)

এই ব্যাপারে পাঠক যদি আরও জানতে ইচ্ছুক হন তবে তিনি নীচে উল্লিখিত প্রবন্ধ দুটি দেখতে পারেন।

1) Effects of Inbreeding on IQ and Mental Retardation, written by N E Morton http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC392897/
2) Danish Psychologist: "Serious consequences of Muslim inbreeding", written by Nicolai Sennels *https://themuslimissue.wordpress.com/2013/05/28/psychologist-serious-consequences-of-muslim-inbreeding/*

এই বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রী এম ই মর্টন বলেন যে, মুসলমান সমাজের নিকট বিবাহ (inbreeding) নিয়ে অনেক অধ্যয়ন ও গবেষণা হয়েছে এবং দেখা গিয়েছে যে, নিকট বিবাহের, বিশেষ করে খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই বোনের মধ্যে বিবাহের ফলে যে সব শিশু জন্মায় তারা অল্পবুদ্ধি, অল্প মেধা ও মানসিক জড়তা নিয়ে জন্মায়। যদি সেই শিশুর ঠাকুর্দা ঠাকুমারাও খুড়তুতো জ্যাঠতুতো আই বোন হয় তবে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যায়। কাজেই বলা যায় যে ইসলাম খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই বোনের মধ্যে বিবাহকে বৈধ করে মুসলমানদের প্রভূত ক্ষতিসাধন করছে। যদি কোন খুড়তুতো জ্যাঠতুতো

ডেনমার্কের মনোবিজ্ঞানী নিকোলাই সেনেলস্

ভাইবোনের মধ্যে ১২.৫ শতাংশ ডি এন এ -র মিল থাকে তবে এটা নিশ্চিত যে তাদের মিলনে যে শিশু জন্মাবে সে অল্পবুদ্ধি (lower IQ), অল্প মেধা ও মানসিক জড়তা নিয়ে জন্মাবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে জন্মগত অঙ্গ বিকৃতি, মৃত সন্তান প্রসব এবং জন্মাবার পর শিশুর মৃত্যুর সম্ভাবনা তো আছেই। তা ছাড়াও হতে পারে জিন বিশৃঙ্খলার জন্য অন্য দূরারোগ্য কোন রোগ।

পাকিস্তানে ব্যাপক নিকট বিবাহ, বিশেষত কাজিন ম্যারেজ বা খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই বোনের মধ্যে বিবাহের ফলে বহু অঙ্গ বিকৃত বিকট দর্শন শিশু জন্মায়। নীচে এ রকম কিছু শিশুর ছবি দেওয়া হল।
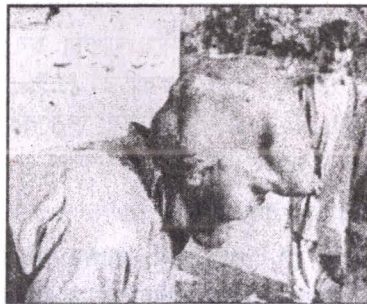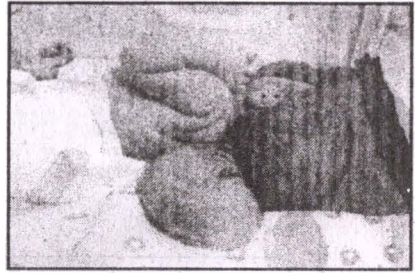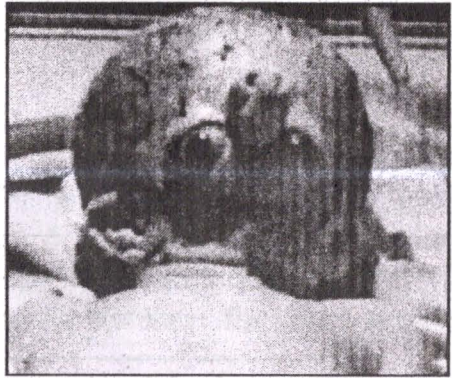
নীচে যে শিশুটির চিত্র দেখানো হয়েছে তার নাম ওমর ফারুক এবং সে ৬টা পা নিয়ে জন্মেছে। শিশুটির বাবার নাম ইমরান শেখ এবং মা হল শিশুটির বাবার খুড়তুতো বোন। পাকিস্তানের বন্দর শহর করাচি থেকে ২৮০ মাইল দূরে সুক্কুর নামক স্থানে সীজারিয়ান অপারেশন করে শিশুটির জন্ম দেওয়া হয়। ডাক্তারদের
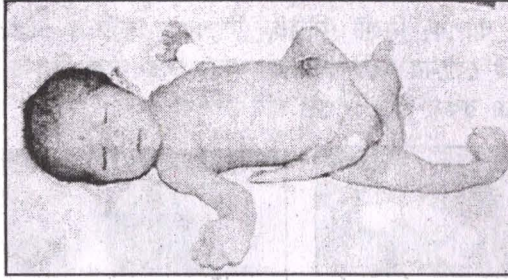
ওমর ফারুক, অপারেশনের আগে

বিশ্বাস যে, শিশুটির বাবা মা-র নিকট রক্ত সম্বন্ধের কারণেই জিন বিশৃঙ্খলার জন্য শিশুটি এই দেহ-বিকৃতি নিয়ে জন্মায়। ডাক্তাররা আরও মনে করেন যে, গর্ভে তিনটি জমজ বাচ্চা এসেছিল যার মধ্যে একটাই মাত্র বেড়ে উঠতে পেরেছে। শিশুটির ৬টি পায়ের মধ্যে ৪টি পা সেই বেড়ে না ওঠা দুটি বাচ্চার।
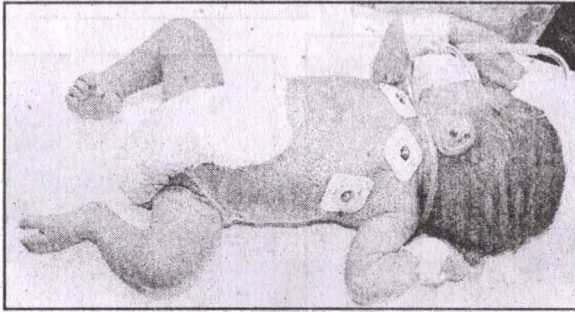
ওমর ফারুক, অপারেশনের পরে

যাই হোক, শিশুটিকে পরে করাচিতে নিয়ে যাওয়া হয় অপারেশন করে বাড়তি পা দুটো কেটে বাদ দেবার জন্য। করাচির *ডেইলি মেইল* কাগজের খবর অনুসারে ২০১২ সালের ৯ই এপ্রিল করাচির ডক্তাররা ৮ ঘণ্টার এক জটিল অপারেশনের পর ওমরের বাড়তি ৪টি পা কেটে বাদ দেয়।

পাকিস্তানের মূষিক-মানব (বা ইঁদুর মানুষ) :

আগেই বলা হয়েছে যে, পাকিস্তানে ব্যাপক নিকট বিবাহের ফলে এক রকমের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক সম্পন্ন স্বল্প বুদ্ধির মানুষ (Low IQ) জন্মায়। স্থানীয়

লোকেরা এদের বলে চুআ বা ইঁদুর। ইংরাজীতে এদের বলে র‍্যাট পিপল্ (Rat people)। এরা এত জড়বুদ্ধি সম্পন্ন হয় যে, এক মাত্র পথে ঘাটে ভিক্ষা করা ছাড়া আর কোন কাজই এদের দ্বারা সম্ভব হয় না। পাকিস্তানে এমন অনেক মাফিয়া চক্র আছে যারা ভিক্ষুকদের দিয়ে ভিক্ষা করিয়ে টাকা রোজগার করে। এই সব চুআদের বাবা মা শিশু বয়সেই চুআদের ঐ সব মাফিয়া চক্রের কাছে বেচে দেয়।
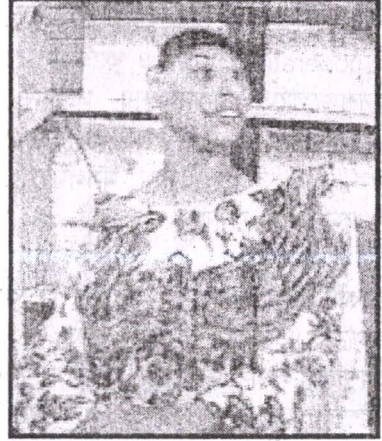
পাকিস্তানের মূষিক মানব বা চুআ

পাকিস্তানীদের মধ্যে অনেকে আবার এই চুআদের স্বর্গীয় বা পবিত্র বলে মনে করে। সেই কারণে অনেক চুআকে মসজিদ বা মাজারের মধ্যে বসিয়ে রাখা হয় এবং মসজিদের নামাজীরা তাদের অনেক বেশি ভিক্ষা দেয়। অনেকে আবার

তাদের আশীর্বাদ চায়। চুআদের শিখিয়ে দেওয়া হয় সেই সব লোকের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করতে।

উপসংহার :

বিগত ২০১০ সালের হিসাব মত পৃথিবীতে মুসলমানের সংখ্যা ১৬২.৫ কোটি এবং সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যা ৬৯০ কোটি। কাজেই বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় ২৩.৪ শতাংশ মানুষ মুসলমান। পৃথিবীর ৫৭ টি ইসলামী দেশকে একত্রে অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কো-অপারেশন (Organization of Islamic Cooperation) বা ও আই সি (OIC) বলে। কাজেই এই ও আই সি ভূক্ত দেশগুলোতে মুসলমানের সংখ্যাও প্রায় ১৬২ কোটি। এই ১৬২ কোটি মুসলমানের জন্য ও আই সি ভূক্ত দেশগুলোতে মোট ৫০০ বিশ্ববিদ্যালয় আছে। অর্থাৎ গড়ে ৩০ লক্ষ মুসলমানের জন্য ১ টি বিশ্ববিদ্যালয়। সেই তুলনায় আমেরিকার লোকসংখ্যা প্রায় ৩০ কোটি এবং এই ৩০ কোটি লোকের জন্য সেখানে আছে ৫,৭৫৮ টি বিশ্ববিদ্যালয়। অর্থাৎ প্রতি ৫২ হাজার মানুষের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়। ভারতের লোকসংখ্যা প্রায় ১২০ কোটি এবং বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৮,৪০৭। অর্থাৎ প্রতি ১ লক্ষ ৪২ হাজার মানুষের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়। উপরন্তু, মুসলিম দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ও পৃথিবীর ৫০০টা শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্থান পায়নি।

যদি শ্রী ওয়াসেম সাজ্জাদ হলেন ইসলামাবাদ স্থিত *মিনিস্টেরিয়াল স্ট্যান্ডিং কমিটি অফ সাইন্টিফিক এন্ড টেকনোলজিক্যাল কো-অপারেশন* নামক একটি সংস্থার সভাপতি। বিগত ১৯৯৮ সালে একটি আলোচনা সভায় তিনি বলেন যে, বিশ্বের জনসংখ্যার অনুপাতে ও আই সি ভূক্ত মুসলিম দেশগুলোতে ৪০ লক্ষ বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ থাকার কথা। কিন্তু বাস্তবে এই সংখ্যা মাত্র ২ লক্ষ, যা আকাঙ্খিত সংখ্যার মাত্র ৫ শতাংশ। তিনি আরও বলেন যে, সারা পৃথিবীতে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৩২ শতাংশ। কিন্তু এই মুসলমানরা সমগ্র বিশ্বের ১ শতাংশেরও কম বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশ করে। অ ছাড়া কম্প্যুটার বিজ্ঞান, তার সফটোয়্যার এবং তথ্যপ্রযুক্তির মত হাইটেক ক্ষেত্রে তাদের কোন অবদান নেই বললেই চলে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও অন্যান্য সৃষ্টিশীল কাজে মুসলমান সমাজের এই ব্যাপক অনগ্রসরতার জন্য তিনি খুবই আক্ষেপ করেন। শিক্ষা দীক্ষা ও সৃষ্টিশীল কাজে মুসলমানদের এই অনগ্রসরতার কারণে বিগত ১০৫ বছরে বিশ্বের ১৪০ কোটি মুসলমান নোবেল পুরস্কার পেয়েছে (শান্তির জন্য বাদে) মাত্র ৩ টি। অথচ সেই একই সময়ে ১ কোটি ৪০ লক্ষ ইহুদী পেয়েছে ১৮০ টি নোবেল পুরস্কার।

আরবের এক পণ্ডিত এই অনগ্রসরতার আরেকটা চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, এই কারণেই আরব দেশগুলোতে দেখা দিয়েছে বইপত্রের প্রচণ্ড

অভাব। তিনি আক্ষেপ করে বলেন যে, খলিফা মামুন-এর সময় থেকে বিগত ১০০০ বছরে আরবের মুসলমানরা যে পরিমাণ বিদেশী বই অনুবাদ করেছে, স্পেনের লোকেরা মাত্র এক বছরের মধ্যেই তার থেকে বেশি বই অনুবাদ করে থাকে। *ইসলামিক ভয়েস* হল বাঙ্গালোর থেকে প্রকাশিত একটি মাসিক পত্রিকা। এই পত্রিকার সম্পাদক শ্রী সাদাতুল্লা খাঁ একটি সম্পাদকীয়তে লেখেন যে, মুসলীম সমাজের বৌদ্ধিক স্থবিরত্ব খুবই পীড়াদায়ক। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলীম সমাজ এই বৌদ্ধিক স্থবিরত্বের শিকার হয়ে আসছে। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে দিল্লীস্থিত *ইন্ডিয়ান ইসলামিক কাউন্সিল* নামক সংস্থার সভাপতি শ্রী হুসামুল সিদ্দিকি বলেন যে, এই অনগ্রসরতাই মুসলিম সমাজের দারিদ্রের কারণ। ভারতের মুসলমানদের প্রায় ৩৬ শতাংশ শহরে বাস করে এবং এদের প্রায় সকলেই বস্তিবাসী (slum dwellers) এবং দারিদ্র সীমার নীচে তাদের অবস্থান।

আরব দুনিয়ার চিত্রটাও প্রায় একই। বিশ্বের ২২ টা মুসলিম দেশকে একত্রে আরব লিগ বা আরব দুনিয়া বলা হয়ে থাকে। এই দেশগুলো তেল ও গ্যাসের মত প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। সেখানকার লোকেরা অতটা দরিদ্র নয়। যারা দিনে ১ ডলার বা তার কম আয় করে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিচারে তারা খুবই গরিব। কিন্তু আরব দুনিয়ার গরিব লোকেরাও দিনে রোজগার করে প্রায় ২ ডলার। তাই তাদের তত গরিব বলা যায় না। তবুও কেন তারা শিক্ষাদীক্ষা ও সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে সমান অনগ্রসর? আরব দুনিয়ার লোকসংখ্যা প্রায় ২৮ কোটি, যা আমেরিকার লোকসংখ্যা ২৪ কোটির প্রায় সমান। কিন্তু বাৎসরিক গড় উৎপাদন বা জি ডি পি মাত্র ৫৩১০০ কোটি ডলার, যা স্পেনের জি ডি পি থেকেও কম।

কেন সারা পৃথিবী জুড়ে মুসলমানরা এত অনগ্রসর? এই প্রশ্নের একটা সদুত্তরের আশায় বিগত ২০০১ সালে জাতিসঙ্ঘ (United Nations Development Program বা UNDP) নামে একটি কার্যক্রম গ্রহণ করে। আরব জগতের পণ্ডিতদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং এই কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয় সমগ্র বিষয়টা অনুসন্ধান করে একটা রিপোর্ট তৈরি করার জন্য। পরের বছর, অর্থাৎ ২০০২ সালে কমিটি তার রিপোর্ট জমা দেয় যা Arab Human Development Report 2002 নামে খ্যাত। একটা দেশের অগ্রসরতা নির্দেশ করতে জাতিসঙ্ঘ (UN) দুটি সূচক ব্যবহার করে। একটাকে বলে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স (Human Development Index বা HDI) এবং অন্যটাকে বলে অল্টারনেটিভ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স (Alternative Human Development Index বা AHDI)। এই দুই সূচকের নিরিখেই দেখা যায় যে, মুসলিম দেশগুলির স্থান সকলের নীচে (তালিকা- ২)। এই রিপোর্টের প্রণেতারা সকলেই ইসলামকেই এই অনগ্রসরতার কারণ হিসাবে মত দেন।

সারণী- ২

অঞ্চল	এইচ ডি আই	এএইচ ডি আই
উত্তর আমেরিকা	০৪	১০
ইয়োরোপ	২০	১৯
অস্ট্রেলিয়া	২১	২০
ল্যাটিন আমেরিকা	৪০	৪৮
দক্ষিণ এশিয়া	৬৮	৭০
আরব দুনিয়া	৭৫	৮৬

বিগত ২০০৫ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী শ্রী মনমোহন সিং, ভারতের মুসলমানদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত অবস্থা অনুসন্ধান করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন এবং সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক শ্রী রাজিন্দর সাচার-কে সেই কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। সেই কারণে এই কমিটি সাচার কমিটি নামে প্রসিদ্ধ। বিচারপতি সাচার ছাড়া এই কমিটির অন্যান্য সদস্যারা হলেন সৈয়দ হামিদ, ডঃ টি কে উমান, শ্রী এম এ বাসিথ, ডঃ আখতার মাজীদ, ডঃ আবু সালেহ্ শরীফ, ডঃ রাকেশ বসন্ত এবং ডঃ সৈয়দ জাফর মাহমুদ। দেড় বছর অনুসন্ধান চালাবার পর ২০০৬ সালের ৩০শে নভেম্বর কমিটি তার ৪০৩ পৃষ্ঠার রিপোর্ট লোকসভায় পেশ করে। এই রিপোর্টে মোদ্দা বিষয় যেটা দেখানো হয়েছে তা হল, ভারতের মুসলমানদের অবস্থা তপসিলী জাতি এবং তপসিলী উপজাতির লোকদের থেকেও খারাপ। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানরা খুবই পিছিয়ে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মুসলমান ছাত্র ছাত্রীদের উপস্থিতি খুবই নগন্য। এমন কি মাধ্যমিক স্তরেও তাদের সংখ্যা খুবই কম। নীচের তালিকায় (তালিকা- ২) শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাত্র ভর্তির তালিকায় মুসলমানদের শতকরা উপস্থিতির দৈন্য দেখানো হোল।

সারণী-৩

বিষয়	সাধারণ	এস সি/এস টি	ও বি সি	মুসলিম
কলা (আর্টস)	৪৫	২৫	২০	১০
বাণিজ্য	৬০	১৫	১৫	১০
বিজ্ঞান	৫০	২০	২০	১০
ইঞ্জিনিয়ারিং	৩৪	১৫	১৫	৯
ডাক্তারি	৬৫	১৫	১৫	৫

(উৎস: সাচার কমিটি রিপোর্ট)

এই কমিটি আরও দেখতে পায় যে, সরকারি চাকুরীর ক্ষেত্রে মুসলমানদের উপস্থিতি অন্যান্য জনগোষ্ঠীর তুলনায় অনেক কম। বিশেষ করে, আই এ এস, আই পি এস ইত্যাদি উচ্চপদস্থ সরকারি চাকরীর ক্ষেত্রে মুসলমানে সংখ্যা ১ শতাংশেরও কম। শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং বিচার ব্যবস্থায় মুসলমানদের উপস্থিতিও নগন্য। শুধু এক জায়গায় মাত্র মুসলমানদের উপস্থিতি অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে অনেক বেশি, আর তা হোল জেলগুলোতে। নীচে (তালিকা-৩) ৮টি রাজ্যে জেলখাটা মুসলমান কয়েদীদের একটা হিসাব দেওয়া হল। তাতে দেখা যাচ্ছে যে, কেরালায় মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ২৪.৭। কিন্তু সেখানে জেলের কয়াদীদের মধ্যে ৩৮.৩ শতাংশ মুসলমান। দিল্লীতে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ১১.৭, কিন্তু জেলের কয়াদীদের শতকরা ২৯.১ শতাংশ মুসলমান। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, অপরাধ জগতে মুসলমানদের উপস্থিতি তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি।

সারণী - ৪

	মুসলমান জনসংখ্যা (%)	আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে (%)	১ বছরের বেশি জেলে আছে (%)	১ থেকে ৫ বছর জেলে আছে (%)	৫ বছরের বেশি জেলে আছে (%)	১ বছরের কম জেলে আছে (%)
আসাম	৩০.৯	৩০.০	অনুপলব্ধ	অনুপলব্ধ	অনুপলব্ধ	২৮.১
কেরালা	২৪.৭	৩৭.১	৩৯.৫	৪৩.৩	২৮.৭	৩৮.৩
ঝাড়খন্ড	১৩.৮	১৭.৬	১৪.৫	৩৭.৫	৮.৬	১৪.৮
কর্নাটক	১২.২	১৭.৬	১৪.৫	৩৭.৫	৮.৬	১৪.৮
দিল্লী	১১.৭	২৭.৯	২৩.৯	২৩.৮	২৪.০	২৯.১
মহারাষ্ট্র	১০.৬	৩২.৪	৩৪.৭	৩৮.৫	২২.৮	৪০.৬
গুজরাট	৯.১	২৫.১	২৬.২	২৫.৮	২১.৯	অনুপলব্ধ
তামিলনাড়ু	৫.৬	৯.৬	১০.৯	১০.১	১০.৭	৭.৭

(উৎস: সাচার কমিটি রিপোর্ট)

গড়ে উপরিউক্ত ৮ টি রাজ্যের ২৩.৪ শতাংশ মুসলমান জেল খাটছে।

মুসলমান সমাজের এই অনগ্রসরতার কারণ কী? এ ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত। উপরিউক্ত আরব হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০০২ প্রণেতারা যথার্থই বলেছেন যে, ইসলামই হল এর মূল কারণ। বিশেষ করে মুসলিম সমাজে (১) ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বৌদ্ধিক স্বাধীনতার অভাব, (২) জ্ঞান ও মুক্তচিন্তার অভাব এবং (৩) নারীজাতির চূড়ান্ত অবহেলা, এই ৩টি কারণকেই তাঁরা প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁদের মতে শ্বাসরোধকর এই পরিবেশই মুসলিম জগতের সমস্ত সম্ভাবনাকে অবদমিত ও ধ্বংস করে চলেছে। এই সব কারণে বিগত ৫০ বছরে সারা বিশ্বে উন্নয়ন ও প্রগতির যে জোয়ার বয়ে গিয়েছে, তা মুসলিম দুনিয়াকে স্পর্শ করতে পারেনি।

শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনগ্রসরতার কারণ হিসাবে অনেকে মনে করেন যে, স্কুল থেকেই মুসলমান শিশুদের শেখানো হয় যে, একমাত্র কোরান ও হাদিসেই সত্য আছে। তাই নিজস্ব যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে সত্যের পুনরাবিষ্কারের চেষ্টা করার অর্থ হোল সময় ও অর্থের অপচয় করা। মোল্লা মৌলভীদের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হোল কোরান-হাদিসের সেই সত্যকে ব্যাখ্যা করা, তাকে প্রচার করা। তাই তাদের মতে আধুনিক শিক্ষার কোন দরকার নেই। মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্য দিয়ে কোরান ও হাদিস শিক্ষাই যথেষ্ট। কাজেই কোরান-হাদিসের মধ্য দিয়ে তারা আজ থেকে ১৪০০ বছর আগেকার এক শিক্ষাকে অনুসরণ করে চলেছে এবং এই মনোভাব আধুনিক শিক্ষার প্রতি তাদের বিমুখ করে তুলছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, এই ভারতে মুসলমানদের উপস্থিতি তুলনামূলক ভাবে জেলগুলোতে অনেক বেশি। এর থেকে এটাই পরিষ্কার হয় যে, মুসলমানরা অনেক বেশি অপরাধপ্রবণ। মুসলমানদের এই অপরাধপ্রবণতার কারণ কী? এর কারণও ইসলামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। ইসলামী শাস্ত্র অনুসারে জিহাদ হোল আল্লার শ্রেষ্ঠ উপাসনা। জিহাদ বলতে কি বোঝায়? জিহাদ হল অমুসলমান কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সংগ্রাম এবং পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত রকম বর্বরতার অনুষ্ঠান হয়েছে তার মধ্যে বর্বরতম ও সর্বাপেক্ষা পাশবিক হত্যালীলা। তরবারি, আগুন ও ধর্ষণের মধ্যে দিয়ে নারী, শিশু, বৃদ্ধ বৃদ্ধা নির্বিশেষে কাফের হত্যা করে তাদের সহায়, সম্বল, ধন-দৌলত লুট পাট করে তাদের জমি জায়গা দখল করার নামই জিহাদ।

ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হল, সারা পৃথিবীতে ইসলামের সাম্রাজ্য বিস্তার করা। সমগ্র পৃথিবীকে ইসলাম তথা আরবের সাম্রাজ্যে পরিণত করা। এই কারণে বলা চলে যে, ইসলাম কোন ধর্মমত নয়, ইসলাম হল একটি হল রাজনৈতিক মতবাদ। যেহেতু জিহাদ হল এই সাম্রাজ্য বিস্তারের সামরিক অঙ্গ, তাই ইসলামে জিহাদের গুরুত্ব অপরিসীম। এই কারণে আল্লা প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানের জন্য জিহাদে অংশগ্রহন অবশ্য কর্তব্য বলে নির্দেশ করেছেন (কোরান - ২/২৪৪)।

যারা জিহাদে যোগ না দিয়ে ঘরে বসে থাকে, তাদের নিন্দা করেছেন (ঐ - ৪/৮-২৯) এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে মুসলমানদের অত্যন্ত নির্মম হতে বলেছেন (ঐ - ৪/৮-২৯)।

জিহাদে উদ্দীপিত করার জন্য আল্লা জিহাদ-লব্ধ লুঠের মাল বৈধ করে দিয়েছেন। জিহাদ-লব্ধ কাফের নারীও লুটের মাল বা গণিমতের মাল। তাই আল্লা জিহাদ-লব্ধ কুমারী, সধবা, বিধবা, বৃদ্ধা যে কোন রকমের কাফের নারী মুসলমানদের জন্য বৈধ করে দিয়েছেন। জিহাদে উদ্দীপিত করতে আল্লা আরও বলেছেন, "অংশীবাদী কাফেরদের যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদের জন্য ঘাঁটি গেড়ে ওঁৎ পেতে থাকবে, তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে', (কোরান - ৯/৫)। "যেখানেই তাদের পাবে হত্যা করবে' (ঐ - ২/১৯১)। "তাদের গ্রেপ্তার কর, যেখানে পাও হত্যা কর, তাদের মধ্যে থেকে সাহায্যকারী গ্রহন করো না'' (ঐ - ৪/৮৯)। "অবিশ্বাসীদের মধ্যে যারা তোমার নিকটবর্তী তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর এবং ওরা তোমাদের কঠরতা দেখুক (ঐ - ৯/১২৩)।'' "আমার সৎকর্মশীল বান্দারাই পৃথিবীর অধীশ্বর হবে'' (ঐ - ২১/১০৫)। "তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর, যতক্ষণ না অশান্তি দূর হয় এবং আল্লার রাজত্ব কয়েম হয়" (ঐ - ৪৭/৪)। "তাদের হত্যা কর, কিংবা তাদের শুলবিদ্ধ কর, অথবা তাদের হস্তসমূহ ও পদসমূহ বিপরীত দিক হতে কর্তন কর' (ঐ - ৫/৩৩)। "ওরাই অভিশপ্ত এবং ওদের যেখানে পাওয়া যাবে সেইখানেই ধরা হবে এবং নির্মম ভাবে হত্যা করা হবে' (ঐ - ৩৩/৬১) ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং এই পাশব হত্যালীলা, লুন্ঠন, কাফের নারী ধর্ষণ, হিংসা ও রক্তপাত হল একজন মুসলমানের কাছে আল্লার শ্রেষ্ঠ উপাসনা।

কোরানে আল্লা কোথাও বলেননি যে, ওহে মুসলমানরা, তোমরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হও, সৎ নাগরিক হও এবং সৎ ভাবে জীবন যাপন কর। মুসলমানদের প্রতি আল্লার উপদেশ হল, কাফেরদের হত্যা কর, তাদের ধন-সম্পদ লুঠ কর, তাদের জমি-জায়গা দখল কর, তাদের মেয়েদের ধর্ষণ কর, ইত্যাদি ইত্যাদি। কাজেই মুসলমানরা অপরাধপ্রবণ হবে নাতো আর কে হবে?

উপরের আলোচনা থেকে এ ব্যাপারে কোন সংশয় থাকে না যে, মুসলমান সমাজ অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে অনগ্রসর। কেন এই অনগ্রসরতা তার ব্যাখ্যা হিসাবে অনেক কারণও উপরে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এই সব কারণ নিতান্তই বাহ্যিক। যে মূল কারণ এই অনগ্রসরতার পিছনে নিহিত রয়েছে, অপ্রিয় সত্য বলে তা অনেকেই উল্লেখ করেন না। এই অনগ্রসরতার মূল কারণ হল, রক্ত সম্বন্ধের নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ এবং তার ফলে জাত জড়বুদ্ধি বা স্বল্পবুদ্ধির এবং স্বল্প মেধার সন্তান।

একটা বর্বর দেশের বর্বর ধর্মের বর্বর রীতিনীতিকে অনুসরণ করে কোন ভাই বোন বিয়ে করল এবং জড়বুদ্ধি সন্তানের জন্ম দিল। সেই জড়বুদ্ধি সন্তানেরা আবার ভাই বোনে বিয়ে করল এবং জড়বুদ্ধি সন্তানের জন্ম দিল। সেই জড়বুদ্ধি সন্তানেরা আবার ভাই বোনে বিয়ে করল এবং জড়বুদ্ধি সন্তানের জন্ম দিল। এটা যদি প্রজন্মের পর প্রজন্ম, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলতে থাকে, তা হলে তার পরিণাম কি হতে পারে তা অনুমান করা কোন কঠিন কাজ নয়।

তবে সুখের কথা হোল, কুয়েতের সরকার বিষয়টার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে এবং আইন জারি করেছে একই পূর্বপুরুষ থেকে জাত কোন ভাই বোন যদি বিয়ে করতে চায়, তবে স্বাস্থ্য বিভাগে তাদের রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে। যদি স্বাস্থ্য বিভাগ দেখতে পায় যে, এই বিয়ের ফলে যে সন্তান জন্মাবে তাদের মধ্যে জিনগত দিক দিয়ে কোন খারাপ প্রভাব পড়বে না, তা হলে তাদের একটা সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। যে সব ভাই বোনকে এই সার্টিফিকেট দেওয়া হবে, এক মাত্র তারাই বিয়ে করতে পারবে। এ ব্যাপারে কুয়েত সরকার খুবই প্রশংসার যোগ্য। প্রশংসার যোগ্য এই কারণে যে, একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হওয়া সত্ত্বেও কুয়েত ইসলামী গোঁড়ামীকে গুরুত্ব না দিয়ে বিজ্ঞানকে প্রধান্য দিয়েছে।

কাজেই, শেষ কথা হিসাবে বলা চলে যে, রক্তসম্বন্ধীয় ভাই বোনের মধ্যে বিবাহই হোল মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতার মূল কারণ, এবং যার অন্তিম পরিণতি হোল মূষিক মানব (বা rat people)। সুতরাং, মুসলমান সমাজকে যদি একটি অগ্রসর ও উন্নত জনগোষ্ঠীতে পরিণত করতে হয়, অন্য সব সভ্য মানব গোষ্ঠীর সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে হয়, তবে মুসলমানদের উচিত কুয়েতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে নিকট আত্মীয় সম্বন্ধের মধ্যে বিয়ে সাদী অবিলম্বে নিয়ন্ত্রিত করা বা একেবারে বন্ধ করা।